গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০২.২০১৬- ৯৫৬(৫০)

২৮ আষাঢ় ১৪২৩
তারিখঃ----------
১২ জুলাই ২০১৬

বিষয়ঃ অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর Soft কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট সকলের e-mail এ প্রেরণসহ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.mofood.gov.bd তে Upload করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণের জন্য 'ছক' অনুযায়ী তালিকাসহ আগামী ২০-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

১২/৭/২০১৬

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর।
৭। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৮। পরিচালক (প্রশাসন /সবরি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৯। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১৩। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৪। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৬। সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৭। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৮। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৯। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২০। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ২৯.০৬.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

জুন/ ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ মানবেন্দ্র ভৌমিক
অতিরিক্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সভার স্থানঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৯.০৬.২০১৬ খ্রিঃ সকাল ১০-৩০ মিনিট

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মে, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় ঐ কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়। অতঃপর সভার বিজ্ঞপ্তিতে সন্নিবেশিত এজেন্ডা এবং মে, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অভ্যন্তরীন খাদ্য শস্য সংগ্রহ	**(ক) বোরো সংগ্রহ-২০১৬** সভায় আলোচনা হয় যে, সরকার এবার প্রথম বারের মত চাল অপেক্ষা ধান সংগ্রহের সর্বোচ্চ পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। FPMC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৭ (সাত) লাখ মেট্রিক টন এবং চাল ৬ (ছয়) লাখ মেট্রিক টন। কৃষকগণকে উৎসাহ মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৩ টাকা এবং প্রতি কেজি চালের সংগ্রহ মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃত কৃষককের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জারিকৃত Innovative গাইড লাইন মাঠ-পযায়ে কর্মরত খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন কিনা তা মনিটরিং নিশ্চিত করার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, ধান সংগ্রহের Innovative গাইড লাইন মাঠ-পযায়ে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান যে, সংগৃহীত ধান হতে ফলিত চাল উৎপাদনের জন্য মিলিং কমিশন দীর্ঘদিন পর যুগোপযোগীভাবে নির্ধারণ করায় মাঠ পর্যায়ে ধান সংগ্রহ উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে এবং সংগ্রহ শুরুর	(১) প্রকৃত কৃষককের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করাসহ ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

	মাত্র ১$^{১}/_{২}$ মাসের মধ্যে সারাদেশে ২৭.০৬.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, তিনি দেশের কয়েকটি বিভাগের অনেক জেলা, উপজেলা ও ক্রয় কেন্দ্র সফর করেছেন। ধান মাড়াই উত্তর সময়ের সাথে সাথে আর্দ্রতাজনিত সমস্যা কমে আসছে। মহাপরিচালক আশা করেন যে, ঈদ-উল-ফিতরের পূর্বে ৪ (চার) লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি ধান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে এবং সংগ্রহের মেয়াদের মধ্যে ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। মন্ত্রণালয়ের তদারকি কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন করা হচ্ছে। যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) সভায় জানান যে, সংগৃহীত ধানের মান সম্পর্কে তদারকি কর্মকর্তাগণ ভাল মন্তব্য করেছেন। তবে, ছোট খাটো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য পরিদর্শন প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। চালের বিভাজন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী জুলাই, ২০১৬ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বিভাজন প্রদান করা হলে মিলারগণকে সরকারি গুদামে চাল সরবরাহের সুর্যোগ পাবেন মর্মেও যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) সভাকে অবহিত করেন। **(খ) অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ** সভায় জানানো হয় যে, FPMC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি মৌসুমে (২০১৬) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ২.০০(দুই) লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১/০৬/২০১৬ তারিখ পযন্ত বর্ধিত সময়ে ১ লাখ ৯৮ হাজার ৪৭২ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়েছে। গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় যুগ্ম-সচিব (সংগ্রহ ও সরবরাহ) সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া, বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে না রাখার জন্যও সভায় একমত পোষণ করা হয়।	(২) জুলাই, ২০১৬ মাসে চালের লক্ষ্যমাত্রা উপজেলা-ওয়ারি বিভাজন করতে হবে। (১) গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। (২) অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দিতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বাজেট সংস্থান অনুযায়ী গম আমদানির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৭০ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আমদানি চুক্তি ও প্রাপ্তির পরিমান বিবেচনায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে অবশিষ্ট আমদানির পরিমান ২.৭০ লাখ মেট্রিক টন। ৫০ হাজার মেট্রিক টনের ৩টি টেন্ডারে মোট ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যাদেশ দেয়া হলেও বিনির্দেশমত না হওয়ায় বন্দরে আগত গম গ্রহণ করা হয়নি। অবশিষ্ট ১.২০ লাখ মেট্রিক টনের মধ্যে ১.০০ (এক) লাখ মেট্রিক টনের জন্য ৪র্থ এবং ৫ম প্যাকেজের প্রতিটিতে ৫০	বাজেট সংস্থানের অবশিষ্ট পরিমাণ গম আমদানি করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সংগ্রহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	হাজার টনের জন্য সরবরাহকারীর সাথে ২টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।		
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** OMS খাতে চাল বিক্রয় আপাততঃ স্থগিত আছে। **(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়** সভায় আলোচনা হয় যে, চলতি অর্থবছরে (২০১৫-২০১৬) সংশোধিত বাজেটে ওএমএস আটা খাতে বরাদ্ধকৃত গমের পরিমান ৩ (তিন) লাখ মেট্রিক টন। দেশব্যাপী চুক্তিবদ্ধ ময়দা কলসমূহকে গম বরাদ্ধ করে ফলিত আটা OMS ডিলারের মাধ্যমে সকল মহানগর ও জেলা সদরে সীমিত আকারে বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২৭/০৬/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এ খাতে ২.৫৮ লাখ মেট্রিক টন গম উত্তোলন করা হয়েছে এবং আনুপাতিক পরিমাণ আটা বিক্রয় করা হয়েছে। আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	আটা বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(গ) সুলভ মূল্য কার্ড (এফপিসি) সভায় আলোচনা হয় যে, সুলভ মূল্য কার্ডের (FPC) বিপরীতে খাদ্যশস্য সরবরাহ স্থগিত আছে। তবে, সরকারি কর্মচারিগণের জন্য সুলভ মূল্য কার্ডে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত আছে। কাবিখাসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ কমে যাওয়ায় খাদ্যশস্য নিষ্পত্তির বিকল্প কর্মসূচি হিসেবে সুলভ মূল্য কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে প্রায় ৫০ লাখ নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠিকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	সুলভ মূল্য কার্ডের (FPC) মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সবিবি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সং ও সরঃ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(ঘ) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ** সভায় আলোচনা হয় যে , খাদ্য মন্ত্রণালয় নিজস্ব কর্মসূচি ব্যতিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্ধ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করে থাকে । চলতি অর্থ-বছরে TR খাতে মোট বরাদ্ধ (সংশোধিত) ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন, এ যাবৎ উত্তোলন ১.৪২ লাখ মেট্রিক টন চাল, ৫০ হাজার মেট্রিক টন গমের বিপরীতে ৩.১ হাজার মেট্রিক টন গম, কাবিখা খাতে ১ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টনের বিপরীতে ১ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন সরবরাহ করা হয়েছে। VGD খাতে ২ লাখ ৪৫ হাজার মেট্রিক টন চাল, স্কুলফিডিং খাতে ১৪ হাজার মেট্রিক টন গম এবং VGF খাতে ১ লাখ ৩২ হাজার মেট্রিক টন চাল সরবরাহ করা হয়েছে। পাবর্ত্য জেলাসমূহে শান্তকরণ খাতসহ ইপি ও ওপি	বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সবিবি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	খাতে বরাদ্ধ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত আছে মর্মে সভায় জানানো হয়। বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।		
৪. খাদ্যশস্যের বাজারমূল্য মনিটরিং	সভায় আলোচনা হয় যে, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন সন্তোষজনক, বিশেষত: বিগত মৌসুমসমূহে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় বাজারে চালের সরবরাহে প্রাচুর্য রয়েছে। PFDS খাতসমূহেও নিয়মিত খাদ্যশস্য (গম, চাল ও আটা) সরবরাহ করা হচ্ছে । গম উৎপদানকারী দেশসমূহেও গমের উৎপাদন ভাল হওয়ায় গমের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য স্থিতিশীল। সার্বিকভাবে দেশের বাজারে গড়ে মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর প্রতিকেজি যথাক্রমে ২২/-.টাকা থেকে ২৪/- টাকা এবং ২৫/-টাকা থেকে ২৮/- টাকা এবং খোলা আটার দর যথাক্রমে ২৪/-টাকা থেকে ২৬/-টাকা । বর্তমান বাজার দরে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় । খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত	**গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত** **(ক) গুদাম মেরামতঃ** ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্ধ প্রায় ২৬ কোটি টাকা । ৬২টি লটে গুদাম মেরামতের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। আওতাধীন গুদামের ধারণ ক্ষমতা ৪০ হাজার মেট্রিক টন। টেন্ডার যাচাই-বাছাই শেষে ঠিকাদারকে NoA প্রদানের মাধ্যমে গুদাম মেরামতের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পরিচালক (আইডিটিএস) সভায় জানান যে, এযাবৎ ২৪ জন ঠিকাদার কাজে যোগদান করেছেন এবং বাস্তব কাজের অগ্রগতি প্রায় ২৫%। মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজনের মাধ্যমে গুদাম ও আনুসাংগিক মেরামতের একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন মর্মে সভায় জানানো হয়। নীতিমালা অনুমোদন সাপেক্ষে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের শুরু থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ করে গুদাম মেরামতের কাজ করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা হয়। **(খ) অফিস ভবন মেতামত** প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটের আওতায় খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস ভবন ও আনুসাংগিক সুবিধাদি মেরামত ও নির্মাণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয় না। আগামী সভার পূর্বে নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে অগ্রগতি তথ্য উপস্থাপনের জন্য সভায় পরমার্শ দেয় হয়।	(১) রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম মেরামত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। (২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে নীতিমালা অনুযায়ী আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বিভাজন ও গুদাম মেরামত করতে হবে। নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ বিষয়ে তথ্য সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষাঃ	**খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা** খাদ্য অধিদপ্তর হতে পাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে ,.২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের ৪০০টি নমুনা পরীক্ষায় বিপরীতে খাদ্য অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম ও খূলনা ল্যাবরেটরীতে এযাবৎ (মে, ২০১৬ পর্যন্ত) ৩৩৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে । খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৪%। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষা ১০০% নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের খাদ্যের মান পরীক্ষা সভায় আলোচনা হয় যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাধানে বাজার হতে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক Accredited lab এ পরীক্ষা করানো দরকার। বিশেষ করে চলতি ফলের মৌসুমেও চলমান। রমজান মাসে দৃশ্যমান কিছু কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা হয়। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সভায় জানান যে, আগত রমজান মাসে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ০৪ (চার) প্রকার স্টিকার পোষ্টার এবং Pamphlet বিলি করা হয়েছে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিরাপদ খাদ্যের গুরুত্বের বিষয় ব্যাপকভাবে প্রচার অব্যাহত আছে। এছাড়া, ০৬.০৬.২০১৬ তারিখে রংপুর বিভাগে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬.০৬.২০১৬ তারিখে কারওয়ান বাজার কিচেন মার্কেট সমিতির সভাকক্ষে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি Surveillance ও বৃদ্ধি করা দরকার মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম এবং Surveillance অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	(১) সভায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য সম্পাদিত APA বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কার্যক্রম ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময় ৩০ জুন, ২০১৬ শেষ হয়ে যাবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের অবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহ এবং মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৫ জুলাই, ২০১৬ তারিখের মধ্যে মূল্যায়ন করতে হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। (২) যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট) সভায় জানান যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)'র খসড়া প্রণীত হয়েছে। আবশ্যিক কার্যক্রমে এবার ২০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে APA প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী APA'র খসড়া প্রণয়নসহ অন্যান্য	(১) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের APA তে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ ১৫.০৭.২০১৬ তারিখের মধ্যে মূল্যায়ন করতে হবে। (২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্ধারিত কার্যসমূহ এবং লক্ষ্যমাত্রা	খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	কার্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের BMC সভায় সংশোধিত বাজেট এর আলোকে কার্যসমূহ এবং লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ০১ জুলাই হতে কার্যকর হবে বিবেচনায় APA যে কোন তারিখে স্বাক্ষরিত হবে। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ (আবশ্যিক ও কৌশলগত) সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। (৩) সভায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সহিত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে APA স্বাক্ষরিত হয়। APA বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট থাকার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। অবিলম্বে এ ২টি APA খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে Upload করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং Score অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। (৩) APA বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং APA খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে Upload করতে হবে।	
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	সভায় জানানো হয় যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ভিত্তিতে মনিটরিং সিট নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে 'শুদ্ধাচার' বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরে কিছু প্রশিক্ষণ কোর্সেও 'শুদ্ধাচার' অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। (BFSA) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণের জন্য এফএও সহযোগীতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সেও শুদ্ধাচার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ২৯.০৬.২০১৬ তারিখের সভায় এটি চূড়ান্ত করে ৩০.০৬.২০১৬ তারিখের মধ্যে নতুন এ Work Plan মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে Upload করা হবে।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৬-২০১৭ সালের Work Plan কার্যকরভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে	সকল কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় যে, বিষয়ে বর্ণিত কার্যসমূহের মধ্যে (১) পরিবর্তিত ফরম্যাটে সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত আছে। উপ-সচিব (তদন্ত) সভায় জানান যে, অভিযোগ তদন্ত হয়নি এরুপ সংখ্যা-৬৬। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ক্রমাগতভাবে অভিযোগ তদন্ত অব্যাহত আছে। সচিব যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে।	উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr>
<td>১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td>
<td>সভায় জানানো হয় যে, মে, ২০১৬ মাসে অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সভা (বরিশালে) সংখ্যা ০১, আলোচিত আপত্তির সংখ্যা ৩২ এবং নিষ্পত্তির সুপারিশ ১৭টি। খসড়া আপত্তির সভা রংপুর বিভাগে ১টি, আলোচিত আপত্তি ২৯ এবং নিষ্পত্তির সুপারিশ ২৬টি। এপ্রিল-মে, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভা এবং আলোচিত ও সুপারিশকৃত অডিটের সংখ্যা এবং ব্রডসিট জবাবের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ
অগ্রিম আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>এপ্রিল</td><td>মে</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>২৭৮১</td><td>২৭৯৭</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>০১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>৩২</td><td>-</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>১৭</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>০৫</td><td>০১</td></tr>
</table>
খসড়া আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>এপ্রিল</td><td>মে</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৭৬৭</td><td>৭৭০</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>০১</td><td>-</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>২৯</td><td>-</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>২৬</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>০৪</td><td>০২</td></tr>
</table>
সংকলনভূক্ত আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>এপ্রিল</td><td>মে</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>-</td><td>৫৯৩</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>০১</td><td>-</td></tr>
</table>
অডিট নিষ্পত্তির সভা আয়োজন, আলোচনা ও নিষ্পত্তির সুপারিশের পাশাপাশি মিমাংশিত আপত্তির মাস ভিত্তিক হিসাব সভায় উপস্থাপন করা হয়নি। পরবর্তী সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।</td>
<td>(১) পরিকল্পিতভাবে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে

(২) মাস ভিত্তিক অডিট নিষ্পত্তির হিসাব সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ</td>
<td>(ক) খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে মর্মে সভায় জানানো হয়। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরুপঃ
<table>
<tr><td>কর্মকর্তা-কর্মচারির শ্রেণী</td><td>কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা</td><td>বার্ষিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)</td><td>হালনাগাদ অর্জন (জনঘন্টা)</td><td>অর্জনের হার</td></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৪২</td><td>৪২০০</td><td>১৮৮৬</td><td>৪৭.০৪%</td></tr>
</table></td>
<td>সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন করতে হবে।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর</td>
</tr>
</table>

২য়	১৫	১৫০০	৪৪৮	২৯.৮৭%
৩য়	২০	২০০০	৪৩৪	২১.৭%
৪র্থ	২০	২০০০	২১২	১০.৬%

সভায় আলোচনা হয় যে, পদোন্নতি ও বদলিজনিত কারণে মে, ২০১৬ মাসে প্রশিক্ষণের সিডিউল অনুসরণ করা সম্ভব না হওয়ায় জুন, ২০১৬ মাসে বিশেষ প্রশিক্ষণ সিডিউল প্রণয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান জোরদার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(খ) সম্মেলন কক্ষের প্রাপ্যতাঃ সভায় আলোচনা হয় যে, মাসের বিজোড় তারিখ সম্মেলন কক্ষটি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য নিধারিত থাকলেও কোন পর্যায়কে অবহিত না করে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রায় প্রতিটি বিজোড় তারিখে সম্মেলন কক্ষে সভা করেন। ফলে, ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয় না। বিস্তারিত আলোচনা শেষে মাসের বিজোড় তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহার নির্বিঘ্ন রাখার জন্য দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে বিষয়টি অবহিত করার জন্য সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) মাসের বিজোড় তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহার নির্বিঘ্ন রাখার জন্য দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণ	**(ক) শাখা পরিদর্শনঃ** সভায় আলোচনা হয় যে, প্রতিমাসে শাখা পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও মে, ২০১৬ মাসে কোন কর্মকর্তা কর্তৃক শাখা পরিদর্শন করা হয়নি। নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের জন্য নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশ দেয়া হয়। **(খ) শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণঃ** সভায় আরও জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা হতে সংরক্ষিত নথিসমূহ শ্রেণিবিন্যাস্ত করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য তালিকা প্রেরণ করা হয়নি। শ্রেণিবিন্যস্ত নথি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিষ্পত্তি তথা বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রত্যেক অধিশাখা, শাখা প্রধানগণকে উইং প্রধানের মাধ্যমে প্রশাসন-১ শাখায় প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশ দেয় হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রশাসন-১ শাখার তত্ত্বাবধানে বিনষ্টযোগ্য নথি চূড়ান্তভাবে বিনষ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	(ক) নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) প্রত্যেক শাখা/ অধিশাখা প্রধানকে উইং প্রধানের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ মতামতসহ বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রশাঃ-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান এবং যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৪. আইন ও মামলা	খাদ্য অধিদপ্তরাধীন সকল মামলাসমূহ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার দপ্তরের মাধ্যমে তদন্ত ও মামলা শাখার সহায়তায় পরিচালিত হয়ে থাকে । খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে একটি মামলা সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে । উক্ত সফটওয়্যারে নিয়মিতভাবে	মামলা নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক নিবিড়	আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সংস্থাপনা হতে নিয়মিতভাবে মামলাসমূহ এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য বিভাগের আওতায় কম/বেশি সর্বমোট ১১৬৫ টি মামলা সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচনান্তে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, পরবর্তীতে মিটিং হতে মামলার ধরণ (শ্রেণী বিন্যাস) উল্লেখ করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। মামলার ধরণ বলতে যেমন-রিট, আপিল, আরব্রিট্রেশন, ইত্যাদি বুঝাবে। অতঃপর বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা বলেন যে, ঢাকা বিভাগে মে-২০১৬ মাসে রিট মামলা নং-১/২০১৩, ১৫০২/২০১৪ এবং ২১১/১৬ সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। রংপুর বিভাগে মানিজারি মামলা নং-২০/৯২ সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। সিলেট বিভাগে আপিল স্বত্ত্ব মামলা নং-৩/১৬ (সুনামগঞ্জ) সরকারের পক্ষে নিস্পত্তি হয়েছে, আপিল মামলা নং-৯১০/১৩ (সিলেট সদর) চাল কল সংক্রান্ত মামলাটি সরকারের বিপক্ষে রায় হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার মামলার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জজকোর্ট, জি.পি, পি.পি এবং বিজ্ঞ সলিসিটর এবং বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেলসহ মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে শুনানীরত মামলার বিষয়ে আইন উপদেষ্টার দপ্তর হতে নিবিড় যোগাযোগ চলমান রয়েছে। নিম্নে বিভাগভিত্তিক মামলার তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

বিভাগের নাম	মামলার সংখ্যা	আলোচ্য মাসে মামলা দায়ের	আলোচ্য মাসে নিস্পত্তি		মন্তব্য
			সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	
ঢাকা	৩৩০	০	৩	-	ঢাকা বিভাগে ৩টি রিট সরকার পক্ষে রায় হয়েছে, রংপুর বিভাগে ১টি মানি মামলা সরকার পক্ষে রায় হয়েছে এবং সিলেট বিভাগে ২টি আপিল মামলার মধ্যে ১টি সরকার পক্ষে অপরটি
বরিশাল	৭৯	-	-	-	
চট্টগ্রাম	২১৬	-	-	-	
খুলনা	১২৫	-	-	-	
রাজশাহী	১৮১	০	-	-	
রংপুর	২০৯	-	১	-	
সিলেট	২৫	-	১	১	
মোট মামলা	১১৬৫	০	৫	১	

যোগাযোগ রাখতে হবে।

১৫. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়

মে-২০১৬ মাসে সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা	দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ	বর্তমান মাসে আদায়ের পরিমাণ	মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ
১	রাজশাহী	০৫	৮০	১১০৯৯৬১৭৮.৮৩	৩৫০০০.০০	২৭২৫২৯৮.৩৭	৮৩৭৪০৮৮০.৪৬
২	রংপুর	০৮	৯৯	৬৩৭১৫২০৩.১৯	৬২০১৯.৯৫	২৩৫৯১০৭০.৬২	৪০১২৪১৩২.৫৭
৩	ঢাকা	০৮	৪০	৭৭২৮৭২২০.২৮	১৫০০০.০০	৫২৫১১৫৫.২৭	৭২০৩৬০৬৫.০১
৪	খুলনা	০৩	২৫	২৪৬৫১৫০৫.২১	০	৯৪৩৪২৫.৪০	২৩৭০৮০৭৯.৮১
৫	চট্টগ্রাম	০৫	১৫	৪৬৫৮৪৪৫২.১৯	০	৭৫৮৬৪০.০২	৪৫৮২৫৮১২.১৭
৬	সিলেট	০২	০৫	২০৫৪৮০০.২২	০	৬৭৪৫০৮.৩০	১৩৮০২৯১.৯২

সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায় অব্যাহত রাখতে হবে।

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।

	৭	বরিশাল	০১	০১	১০৯৮২৩৭.৫৭	০	০	১০৯৮২৩৭.৫৭	
	মোট		৩২	২৬৫	৩২৬৩৮৭৫৯৭.৪৯	১১২০১৯.৯৫	৫৮৪৭৪০৯৭.৯৮	২৬৭৯১৩৪৯৯.৫১	
১৬. পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণ	সভায় জানানো হয় যে, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে পেন্ডিং বিষয় অর্থাৎ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় দীর্ঘদিন তথা ০১(এক) মাসের অধিককাল অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নির্ধারিত 'ছক' এ তালিকা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। পূর্ববর্তী মাসে প্রদত্ত 'ছক'টি অনুসরণ না করে খাদ্য অধিদপ্তর ৭ (সাত) পৃষ্ঠার প্রদত্ত বড় একটি তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। পেন্ডিং তালিকাটি পরবর্তী সভায় আলোচনার জন্য সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।								পরবর্তী সভায় পেন্ডিং বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।	খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৭/১/২০১২

(মানবেন্দ্র ভৌমিক)
অতিরিক্ত সচিব